নাহি সেই ধরণীর সৌন্দর্য্য নবীন
উজ্জ্বল প্রভাত আজ হয়েছে মলিন ;
অমার আঁধারে আজি অতি চুপে চুপে
ছায়াময়ী বিভীষিকা নর নব রূপে
ধাইয়া আসিছে বেগে হাসি অট্ট-হাসি
বাড়ায়ে বেদনা ব্যথা অশ্রু বারি রাশি
প্রভাত হইতে যাহা বেয়েছি সতত
তারি ভারে শির মোর হ'ল অবনত।
ফিরিয়া চলিতে চাহে পশ্চাতে চরণ
একদিন যেথা হাত হ'ল আগমন।
ভাবিতেছি জীবনের শেষ প্রান্তে এ'সে
অতীত বিরহ ব্যথা সেই দিনশেষে।

"বিদায়"

—বিনয়কৃষ্ণ দাস
দ্বিতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান) "ক" শাখা

হে মোর "বঙ্গবাসী"
মূর্ত্ত-বিদায় তোমা পানে চাহি উঠিয়াছে পরকাশি ;
তব গৃহদ্বার, তব অঙ্গন,
ভরিয়া রাখিবে মোর প্রাণ মন
অগনিত স্মৃতিরাশি
যবে হ'ব আমি তোমা হ'তে ওগো সুদূরের পরবাসী।

মনে পড়ে সেই কথা
সে যে চলে যায় রেখে যায় পাছে বিদায়ের শুধু ব্যথা
যখনি বাজিবে অন্তর-বীণ
ধ্বনিবে সে স্মৃতি শুধু কয়দিন
তব অঙ্গনে হেথা
চির দিন তুমি রহিবে আমার মরমে মরমে গাঁথা।
গান চলে যাবে দূরে
শুধু ক্ষীণ রেশ ধ্বনিবে হেথায় তব অঙ্গন ঘিরে
মনে হ'বে মোর সেই সুদূরের
প্রিয় হ'তে প্রিয় মোর জীবনের
পাওয়ার অতীত তীরে
এমনি করিয়া বিরাজিত তুমি দৃঢ় উন্নত শিরে।
সহসা যে দিন আমি
আসিব তোমার অঙ্গন দ্বারে সুদূরের পথগামী
তখনি জাগিবে অন্তরে মম
ছিলে তুমি মোর ওগো প্রিয়তম
কিশোরের পাঠভূমি
আপন গরবে আপনি ভাসিব তোমার চরণে নমি।
ভ্রান্তি ঝঞ্ঝা আসি
(যদি) নিভাইয়া দেয় স্মৃতি-দীপ-বাজি হেসে তার ক্রূর হাসি
তবুও আমার আমার জীবনে
তব স্মৃতি-শিখা নিভৃতে গোপনে
উঠিবে গো পরকাশি
এমনি করিয়া আমরণ যেন তব স্মৃতি ভালবাসি॥